প্রথম আলো

তারিখ 28 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১ ২

ভর্তির তথ্যই ভীতিকর

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৩০-এর কম নম্বর পেয়েও ভর্তি হয়েছেন ২৩% শিক্ষার্থী

শিশির মোড়ল ●

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া ২৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় ৩০ নম্বরের কম পেয়েছিলেন। দেশের ৫৪ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মধ্যে ১৬টির তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সংখ্যা পাওয়া গেছে। ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র সাড়ে ১০ পেয়েও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার নজির পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, এসব সম্ভব হয়েছে শুধু টাকার জোরে। আর এই সুযোগ তৈরি হয়েছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির কোনো ন্যূনতম নীতিমালা না মানায়। কিন্তু সব ছাড়িয়ে এখন যে প্রশ্নটি মনে এসে বুক দুরু দুরু করছে বলে খোদ একাধিক চিকিৎসক *প্রথম আলোর* কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তা হলো—এই মানের শিক্ষার্থীরা কীভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করবেন? এঁরা চিকিৎসক হয়ে কীভাবে মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবেন?

প্রসঙ্গত, গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় ৬০ নম্বরের ওপরে যাঁরা পেয়েছিলেন, কেবল তাঁরাই সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পেরেছেন। নিয়মানুযায়ী, ৬০ নম্বরের নিচ থেকে নিম্নক্রম অনুযায়ী বাকিদের বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার কথা। বেসরকারি মেডিকেলগুলোর ভর্তির জন্য আলাদা পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম নেই। সরকারিভাবে সারা দেশে একযোগে নেওয়া পরীক্ষার ফলের একমাত্র তালিকা ধরেই তাদের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কথা। কিন্তু *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, এটা মানা হয়নি।

এর মূল কারণ, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে সরকারের কোনো নজরদারি নেই। সরকারি নিয়মনীতি বা নির্দেশ অমান্য করলে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়। অভিযোগ আছে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর সঙ্গে নামকরা চিকিৎসক, চিকিৎসক সংগঠনের নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জানতে চাইলে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক রশীদ-ই-মাহবুব বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো জাতীয় মেধাতালিকার ক্রম (সিকোয়েন্স) মানে না। কোটার অজুহাতে মেধাতালিকার নিচ থেকে শিক্ষার্থীদের বেছে নেওয়া হয়। অর্থ ও সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির কারণে এসব হচ্ছে।

দেশে এখন মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭৬। এর মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৫৪টি ও সরকারি ২২টি। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল কলেজে সাত হাজার ৬১২ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। এর মধ্যে সরকারি কলেজে দুই হাজার ৮১২ জন এবং বেসরকারি কলেজে চার হাজার ৮০০ জন ভর্তি হন।

এর আগে *প্রথম আলোর* এক প্রতিবেদনে সরকারি মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা না দিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি (স্নাতকোত্তর) নেওয়ার জন্য ভর্তি হওয়ার ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছিল।

কারা ভর্তি হয়েছেন: *প্রথম আলো* ১৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর তালিকা সংগ্রহ করেছে। এসব কলেজে গত শিক্ষাবর্ষে এক হাজার ৩৩৪ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিলেন। জাতীয় মেধাতালিকা ও ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যাচাই করে দেখা গেছে, এঁদের মধ্যে ৩০৩ জন অর্থাৎ ২৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় ৩০-এর কম নম্বর পেয়েছিলেন।

আবার কোনো কোনো কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর প্রায় অর্ধেকই এই মানের। এসব কলেজে ৬০ বা তার বেশি নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৬ জন। অর্থাৎ এঁরা ঢাকার বাইরের সরকারি মেডিকেলে না পড়ে ঢাকায় পড়তে চান।

সিলেটের একটি মেডিকেল কলেজে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তালিকায় দেখা যায়, একজন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

১

P. T. O